প্রথম আলো

তারিখ ০৮ SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সাক্ষরতায় পিছিয়ে বাংলাদেশ

শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো কত দিন শূন্য থাকবে?

প্রতিবছরের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আজ ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি সংস্থার মতে, সাক্ষরতার প্রকৃত হার এর চেয়ে কম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সাক্ষরতায় আমরা পিছিয়ে আছি। মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও ভুটানের স্থান বাংলাদেশের বেশ ওপরে। আমাদের নিচে আছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও আমরা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে পারব, সেই লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যর্থতার দায় পূর্বাপর সব সরকারের হলেও উন্নয়নে রোলমডেলের দাবিদার ক্ষমতাসীনদের ওপরই বেশি পড়ে। তারা বলেছিল, ২০১৭ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন, 'নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।'

দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে যে টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন, তার অপরিমেয় ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের হাজার হাজার পদ শূন্য থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদই শূন্য আছে। সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা আরও বেশি। এত বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য রেখে কীভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চলতে পারে? গত কয়েক বছর আইনি জটিলতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া যায়নি বলে জানানো হয়।

কিন্তু আমরা মনে করি, শিক্ষক নিয়োগ বা পদোন্নতি-সংক্রান্ত সমস্যা প্রশাসনিকভাবে সমাধান হওয়া উচিত। আর যদি একান্তই তা সম্ভব না হয় এবং মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়, তারও সুরাহা করতে হবে দ্রুত। কেননা, এই শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সঙ্গে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া জড়িত। এমনিতেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। এরপরও যদি হাজার হাজার পদ শূন্য থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠ নেবে?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা কোনোভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ যাতে আর না বাড়ে, সে জন্য অবিলম্বে শূন্য পদগুলো পূরণ করা হোক।